Name of the study area: Rural
Data Type: IDI with Health Care Worker
Length of the interview/discussion: 47 min. 14 sec.
ID: IDI_AMR207_SLM_HCW_R_28 Oct 17

Demographic Information:

Gender	Age	Education	Seller/prescriber	Category	Year of service	Ethnicity	Remarks
Male	30	BA	Prescriber	Qualified Practitioner (CHCP)	6 Years	Bangali	

প্রশ্নকর্তা: আসসালামুআলাইকুম। আমি হচ্ছি এস.এম. এস। আমি ঢাকা আই.সি.ডি.ডি.আর.বি মহাখালি কলেরা হাসপাতালে কাজ করি । আমরা বর্তমানে একটা গবেষনা করতেছি যেখানে আমরা বুঝার চেষ্টা করছি যে মানুষ এবং বাসা বাড়ি সমূহে পশু-পাখি যখন অসুস্থ হয় তখন তারা কি পরামর্শ করে এবং পরামর্শ চিকিৎসার জন্য তারা কোথায় যায়? এবং ঐ অসুস্থতা সমূহের জন্য তারা এন্টিকায়োটিক ক্রয় করে কিনা? এবং এন্টিবায়োটিক যে আপনি দিচ্ছেন তাদের কাজ থেকে , এইযে প্রদান করছেন তা আপনি কিভাবে এন্টিবায়োটিকটা দিচ্ছেন এবং সেবনের পরামর্শ দিয়ে থাকেন এই বিষয়টা? তো আপনার কাছ থেকে যে সমস্ত তথ্য নেওয়া হবে তা শুধু মাত্র গবেষনার কাজেই ব্যবহার করা হবে অন্য কোনো কাজে এটা ব্যবহার করা হবে না । তো আমরা কি শুরু করবো?

উওরদাতা: হ্যাঁ শুরু করেন ।

প্রশ্নকর্তা: আপনি কেমন আছেন?

উওরদাতা: আলহামদুলিল্লাহ।

প্রশ্নকর্তা: আপনি এই কমিউনিটি ক্লিনিকে কি দায়িত্বে আছেন এবং কি কি কাজ করেন ? আপনার দায়িত্ব গুলা একটু বলেন তো?

উওরদাতা: আমি এই কমিউনিটি ক্লিনিকে, কমিউনিটি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার সেলস্ম্যান হিসেবে কর্মরত আছি। এখানে আমাদেও কাছে প্রতিদিনই এই শিশু, গর্ভবতী, তারপরে সাধারন যে রোগীগুলা আছে সর্দি জ্বর কাশ, এই এই ধরনের রোগী গুলাই সবচেয়ে বেশী আছে। আমাদের ক্লিনিকের যে সাপ্লাইকৃত যে ঔষুধগুলো আছে এগুলো দিয়ে আমরা তাদের, এর মধ্যে প্রয়োজনমতন আমরা চিকিৎসা দিয়ে থাকি । আমাদের অনেক চিকিৎসা অনেক সল্পতা থাকে ঔষুধের সল্পতা থাকে । সেক্ষেত্রে আমরা তাদেরকে এডভাইস দিয়ে থাকি বা অনেক সময় প্রয়োজন হলে বাইরের থেকে ঔষুধ কিনেন, ক্রয় করার কথা ও বলি ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তো মানে আপনার এখানে কি কি ধরনের ঔষুধ দিয়ে থাকেন আপনি? মানে সরকারী ভাবে কি কি ধরনের ঔষুধ দিয়ে থাকেন?

উওরদাতা: আমাদের এ জায়গায় সরকারী ভাবে সাপ্লাই কৃত সাতাইশ আইটেমের ঔষুধ আমরা পাই । এটা প্রতি মাসে মোটামুটি আমাদের কোনো ই না থাকলে আমরা এই ঔষুধগুলো পেয়ে থাকি । বড় ধরনের কোনো সমস্যা না থাকলে বা পরিবহনের কোনো

জটিলতা না থাকলে আমরা এগুলা পাই । যেমন আপনার আছে যেমন সরকারে এলমেন্ডাজুর , এন্টিবায়োটিক, তারপরে কিছু ঐ পয়েনমেন্ট এগুলো আমরা পেয়ে থাকি ও.আর.এস. সহকারে। ও.আর.এস পায়।

প্রশ্নকর্তা: ইয়ে সাধারন ঔষুধ কয়টা পান আর হচ্ছে এন্টিবায়োটিক জাতীয় ঔষুধ কয়টা পান ?

উওরদাতা: এখানে এন্টিবায়োটিক হিসাবে আমাদের আছে-এমক্সাসিলিন, পেনিসিলিন , কয়টা থাইমক্সাসল । এই তিনটা আমাদের এন্টিবায়োটিক, তার মধ্যে এই আপনের সিরাপ হিসেবে পাই আমরা এই শুধু হেমক্সাসিলিন ।

প্রশ্নকর্তা: হেমক্সাসিলিন সিরাপ হিসেবে?

উওরদাতা: হ্যা । আর সবই ট্যাবলেট ফর্মে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ট্যাবলেট ফর্মে পান? আচ্ছা ।

উওরদাতা: হ্যা।

প্রশ্নকর্তা: তাইলে আপনাদের টোটাল এন্টিবায়োটিক কয়টা পান বলছেন টোটার সিরাপ সহ ঐটা হচ্ছে , তিনটা আর একটা চারটা?

উওরদাতা: চারটা।

প্রশ্নকর্তা: চারটা পেয়ে থাকেন । এর বাইরে কি আর কোনো এন্টিবায়োটিক কিংবা এধরনের কোনো ঔষুধ --?

উওরদাতা: না এর বাইরের কোনো এন্টিবায়োটিক আসে না , এমনি আমাদের যে সাধারন যে ঔষুধগুলা , ঐগুলো আমরা পাই প্যারাসিটামল , এন্টাসিড,ক্যালসিয়াম ল্যাকটেড , ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স, হলিক এসিড, সালভিটামল, ভিটামিনু এ, জিংঙ্ক সালফেট এবং ও. অর. এস ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তো আপনি যে প্রেসকিপশন এইমানে ডক্টরের মত আপনি কি প্রেসকিপশন দেন? এই পেসেন্ট আসলে ওদের কি লিখে ওভাবে দেন?

উওরদাতা: আমাদের সাপ্লাইকৃত যে ঔষুধ এগুলো যদি সল্পতা থাকে, তাহলে আমরা এই ঔষুধগুলোই লেখে দেই ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । প্রেসকিপশনে লেখার ক্ষেত্রে আপনি কি যে চারটা এন্টিবায়োটিক যেগুলা আছে ঐগুলো কি একটু অগ্রধিকার দেন?

উওরদাতা: যদি প্রয়োজন বেশী হয় তাহলে আমরা ঐটা লেখে দেই এবং কি বাইরের থেকে কিনে খাওয়ার জন্য আমরা এডভাইস করি। এখন এডভাইস ক্ষেত্রে আমরা রোগীদের বইলা দেই যে-কয়দিন খাওয়ানোর যে ডেট যে সময়টা । এন্টিবায়োটিকের যে কোর্স কমপ্লিটের ইয়েটা । এটা আমরা বইলে দেই , কিন্তু দেখা যায় যে রোগীরা নিয়ে যায় একটা বা দুইটা , বা চারটা পাঁচটা কিনে নিয়া যায়, যায়ে খেয়ে দেখে এইরকম। কিন্তু এই, সাপ্লাইটা যদি আমাদের এই জায়গা থেকে আমাদের দিতে পারি তাহলে আমরা সম্পূর্ণ দিয়ে দেই ।

প্রশ্নকর্তা: ও আচ্ছা । তো ওরা যে কম করে নাওয়ার কারন কি ? মানে কার থেকে নেয় কম করে? আপনার থেকে?

উওরদাতা: না আমাদের এ জায়গায় থেকে না, সেটা হইলো বাইরে যে দোকান গুলো আছে ঔষুধের ফার্মেসি ঐগুলো থেকে ।

প্রশ্নকর্তা: কিনে নেয়?

উওরদাতা: যদি আমাদের এই জায়গায় সাপ্লাই না থাকে । কারন তাদের টাকা দিয়ে কিনতে হয় ঐ সময় হয়তো মনে করে যে দুই চারদিন পরে আবার ঔষুধ আসবে পরবর্তীতে আবার এই ঔষুধগুলো খাবো ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তো মানে আপনি যদি প্রেসক্রাইব করেন কয়দিনের জন্য আপনি প্রেসক্রাইব করতেছেন তাকে?

উওরদাতা: প্রেসক্রাইব করলে এন্টিবায়োটিক যদি করি তাহলে ঐটা সম্পূর্ণ কোর্স যেটা সেটা কইরা দেই সম্পূর্ণ ।

(৫ মিনিট ০৬ সেকেন্ড)

প্রশ্নকর্তা: সম্পূর্ণ কোর্স ।

উওরদাতা: এখন পরবর্তীতে যে সময়কা পরবর্তী ভিজিটে আমাদের কাছে আসে, আসার পরে বলে যে লেখা দিছিলেন ঐগুলা তো আমরা দুই দিনের নিয়া খাইছিলাম খাওয়ার পরে মোটামুটি ভালো বলছে যে আপনের এ জায়গায় ঔষুধ এইজায়গা থেকে আবার নিবো।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: একারনে ঐটা কিনা হয় নাই ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা । মানে আপনার এখান থেকে নাওয়ার উদ্দেশ্যটা কি মানে সে আপনার এখান থেকে নিতে চায় কেন ? বাইরে থেকে -- ?

উওরদাতা: এখানে প্রধানত হল কি বিনা মূল্যে পাচ্ছে । বিনামূল্যে পাচ্ছে আর দ্বিতীয়ত হল ঔষুধের মান ভালো বা বাইরের থেকে ঔষুধ দিলে দেখা যায় যে নিম্নমানের ঔষুধ দেয় অনেক সময় দেয় আরকি এটাই। ঠিক আছে এটা আমাদের এই গ্রাম এলাকার মধ্যে বেশী সমস্যা হইলে কি নিম্ন, নিম্নমানের ঔষুধ বিক্রি হয়। সেটা এন্টিবায়োটিক হোক এবং কি সাধারন এগুলা এগুলা। মানে প্রচুর পরিমাণে বিক্রি হয় ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । এই যে তথ্যটা কিভাবে মানে আপনি কিভাবে বুঝতে পারলেন যে মানে নিম্নমানের ঔষুধ বিক্রি হয় ফার্মেসি গুলোতে বা --- ?

উওরদাতা: সেটা হইলো এই অনেক যে এই যারা ঐযে লোকাল ভাবে যে ঔষুধ গুলা এলাকাতে আইসা পল্লী চিকিৎসকের হাতে বিক্রি করেন । দেখা যায় যে আপনের এজিথ্রোমাইসিনের মার্কেট প্রাইস হল পয়ত্রিশ টাকা থেকে পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত । পাঁচশ এম.জি। এখান নাম্বারিং কম্পানী গুলা পয়ত্রিশ টাকা খেকে চোয়াল্লিশ টাকা পর্যন্ত এই, এই পাইকারী কিনে । এখন এই জিনিসটা আপনের নিম্নমানের যেইটা, নিম্নমানের টা দুই টাকা তিন টাকা করে কিনে । এটা বিভিন্ন অনেক সময় ফার্মেসিতে আমরা অনেক সময় বসি গিয়ে বসার পর তাদেরকে বলে যে এইটা চারটাকার কিনো এটা হল পয়ত্রিশটাকা বিক্রি । তখনতো এই জিনিসগুলো বুঝা যায় যে এই জিনিসগুলা নিম্নমানের ঔষুধ ।

প্রশ্নকর্তা: আপনার কাছে কি মনে হয় সময়ের সাথে সাথে মানে এন্টিবায়োটিকের যে ব্যবহার এটা বৃদ্ধি পাচ্ছে বা কমে যাচ্ছে কি মনে করেন আপনি ?

উওরদাতা: এটা প্রচুর পরিমানে বৃদ্ধি পাচ্ছে ।

প্রশ্নকর্তা: মানে এটা কি ---?

উওরদাতা: আমি যেটা মনে করি , মানে আমার এ জায়গায় একবার এক ঔষুধ যদি দেই। একটা রোগীর একটা এমক্সাসিলিন দিলাম একটা সাতদিনের কোর্স। কোর্স দেওয়ার পরে পরবর্তীতে ঐ সমস্যা আসলে আবার ঐরোগীরাই বলেযে আমার ঐযে আগে যে ক্যাপসুল গুলা দিতেন । ঐ ঔসুধ গুলাই দেন ঐ ঔষুধগুলা ভালো কাজ করছিলো ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা । ও মানে তাইলে এটা একটা কারন বললেন আর কোনো মানে যুক্তি বা কারন আছে যে এন্টিবায়োটিক যে পরিমান ব্যবহারটা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এটার কোনো ?

উওরদাতা: এখন সাধারন যে জিনিসটা এই সর্দি - জ্বরের , সর্দি- কাশ বা ঠান্ডা , গলা ব্যাথার যেগুলা এগুলা প্যারাসিটামল বা এই ধরনের ঔষুধ যদি আমরা ট্রিটমেন্ট দিই । তাইলে টোটালি ঐটা ঠিক হয় না। এখন সাথে এন্টিবায়োটিক দিয়ে দিলে জিনিসটা ঠিক হয়ে যায় এই কারনেই রোগীরা চায় এবং কি আমরাও দেই । রোগীর ভালোর ক্ষেত্রে এটা দেওয়া হয় ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা অচ্ছা । মানে আপনি যে এন্টিবায়োটিক লেখেন কোন ধরনের এন্টিবায়োটিক সচারচর বেশী লেখেন ?

উওরদাতা: সবচেয়ে বেশী লেখা হয় এমক্সাসিলিন ।এমক্সাসিলিন বেশী লেখা হয়, তারপরে কর্ট্রামক্সাসল । তারপরে আপনার গলায় কোনো সমস্যা থাকলে তো, আমরা সাধারনত পেনিসিলিন দিয়ে থাকি । বেসিক এগুলাই লেখা হয় ।

প্রশ্নকর্তা: মানে এই তিনটা যে লেখেন কেনো লেখেন ? কোন কোন রোগের জন্য লেখেন যেমন প্রথম যেটা বললেন যে এমক্সাসিলিন বা--?

উওরদাতা: এমক্সাসিলিন হল ঠান্ডা বা ভিতরে কফ থাকলে বা গলাতে ইনফেকশন থাকলে, তারপর টনসিলের সমস্যা থাকলে আমরা এগুলা দেই । পেনিসিলিন ঐটা আমরা অনেক সময় ঘাঁ শুকানোর জন্য দিয়ে থাকি তারপরে গলা তে ব্যাথা হইলে গলা টনসিলের সমস্যা থাকলে দিয়ে থাকি । কারন আমাদের এই এমক্সাসিলিন বা পেনিসিলিন এগুলাতো সপ্লাই বেশি না । যেটা শেষ হয়ে যায় ঐটাতো সে পরবর্তীতে আবার রোগী আসলে আমাদের এমক্সাসিলিনের যদি না থকে তাহলে পেনিসিলিন দিতে হয় ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা । আর, আর একটা কি বললেন?

উওরদাতা: কর্ট্রামক্সাসল । ঐটা ভিতরে ঠান্ডা কফ থাকলে আমরা দিয়ে থাকি, গলা ব্যাথা । সাধারনত এগুলা এগুলাই দিয়ে থাকি।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । তো এখন যে বিষয়টা একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে মানে আপনি এইযে এই এন্টিবায়োটিক যেটা বললেন যে তিনটা বা চারটা আপনার কাছে আছে কোন কোন গ্রুপের এন্টিবায়োটিক আপনের বেশী প্রেসক্রাইব করে থাকেন?

উওরদাতা: আমি সবচেয়ে বেশী প্রেসক্রাইব করি আপনের এই এমক্সাসিলিন । এটা সবাই মানে , সেফ মনে হয় আমার নিজের কাছেও কারন পেনিসিলিন বা কর্ট্রামক্সাসল অনেক সময় মানে খাইলে রোগী মাথা ঘুরায় বিভিন্ন ধরনের প্রবলেমের কথা বলে তাই একারনে ঐটা সচারচর লেখা হয় না ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তো এমক্সাসিল যেটা এটা কোনো গ্রুপের মানে এন্টিবায়োটিক, ফাস্ট জেনারেশন, না সেকেন্ড জেনারেশন নাকি থার্ড জেনারেশন ?

উওরদাতা: এমক্সাসিলিন ফাস্ট জেনারেশন ।

প্রশ্নকর্তা: ফাস্ট জেনারেশন । আচ্ছা আচ্ছা । তারপর বাকি দুইটা যে বললেন পেনিসিলিন এবং কর্ট্রামক্সাসল?

উওরদাতা: পেনিসিলিন ও ফাস্ট জেনারেশন, কর্ট্রামক্সাসল ও ফাস্ট ।

প্রশ্নকর্তা: ফাস্ট জেনারেশন। আচ্ছা, আমরা এই বিষয়টা নিয়ে পরবর্তীতে একটু কথা বলবো আবার , তো প্রেসকিপশনে এন্টিবায়োটিক লেখা বা দিয়ার ক্ষেত্রে আপনি কোনো ধরনের সমস্যা ফেস করেন যে মানে কোনো ধরনের সমস্যা বা চেলেঞ্জ ? আপনি কোনো সময় এ মানে কাজ করে আপনার মধ্যে ? মানে আমি যে এন্টিবায়োটিক টা দিচ্ছি এটা কি দেওয়া ঠিক হচ্ছে কিনা? কিংবা এটা ঠিকমত কাজ করবে কিনা এই ধরনের কোনো ?

উওরদাতা: এরকম মোটামুটি সব ধরনের রোগীর ক্ষেত্রে হয় । যমন একটা রোগী আসছে সিপ্রোফ্লক্সাসিল বা এজিট্রোমাইসিন, অনেক সময় তারা একদিন দুইদিন, তিনদিন সেবন করছে । সেবনের পরে অনেকে বলে যে না এগুলা বাদে সরকারের ঔষুধ খাওয়ান ।

(১০ মিনিট ১৩ সেকেন্ড)

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: তখন ঐ সময় আসে আসার পরেতো তারা তো এজিট্রোমাইসিন, সেপ্রাডিন এধরনের ঔষুধ খাওয়ার পরে আমাদের এমক্সাসিলিনে কাজ করবে কিনা ? এটাও একটু মনের ভিতরে হ্যাঁ থাকে , তারপরেও এই যদি প্রয়োজন মনে করলে দিয়ে দেই । আর প্রয়োজন না মনে করলে যেগুলা খাচ্ছে ঐগুলো আরো কিনে খাইতে থাকেন । ঐ সময় মনে হয় যে না এই এজিট্রোমাইসিনের মধ্যেতো আমার এমক্সাসিলিন কাজ করবে না ।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা ।

উওরদাতা: এরকম ।

প্রশ্নকর্তা: জি, জি । মানে এন্টিবায়োটিক দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনি এটার ডোজ কি পরিমান ডোজের দেন ? কয়দিনের জন্য দেন এবং এটার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সম্পর্কে বা রেজিসটেন্স সম্পর্কে কিছু বলে থাকেন কিনা? কোনো দিক নির্দেশনা কিছু দেন ?

উওরদাতা: এটা আমরা যেই সময় দেই ঐ সময় বইলা দেই যে এটা এমক্সাসিলিন সাতদিন খাইতে হবে যদি প্রাপ্ত বয়স্ক থাকে । পাঁচশ এম.জি করে দিনে তিনবার । এভাবে দিয়ে থাকি ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা সাতদিনের জন্য দিচ্ছেন মানে কত ঘন্টা পর পর বা কি এবিষয়ে কিছু বলেন ডোজ সম্পর্কে?

উওরদাতা: ডোজ বলতে আপনার আট ঘন্টা পর পর । দিনে চব্বিশ ঘন্টায় তিন বার ।

প্রশ্নকর্তা: আর এটার সাইড এফেক্ট বা রেজিসটেন্স যে মেডিসিনের যে রেজিসটেন্স হয় এবিষয়ে এবং এটার সাইড এফেক্ট এবিষয়ে কিছু বলেন ?

উওরদাতা: হ্যা বইলা দেই , যে এটা যদি কোর্স কমপ্লিট না করেন তাইলে পরবর্তীতে আপনার এ ঔষুধ গুলো পরবর্তীতে আপনার কাজ করবে না বা অনেক সময় আপনার ভবিষ্যৎ যে বাচ্চাকাচ্চা হবে তাদের এই সমস্যাটা হতে পারে । এমক্সাসিল পরে আপনার কাজ করব না । এটা আমরা বইলে দেই বলার পর আমরা যদি এথেকে পূর্ণ টোটাল ঔষুধটা যদি তার হাতে দিয়ে দিতে পারি তাহলে রোগী খায় । অনেক সময় সাপ্লাই এর কারনে আমরা বলি যে নেন আমাদের তিনদিনের আছে । তিনদিন পরে আইসে আবার নিয়েন, হয়তো রোগীটা মোটামুটি অনেক সময় আসে না । যে তিনদিন খেয়ে অনেক রোগী ভালো হয়ে গেছে অন্যকোনো জায়গায় চিকিৎসা নিছে রোগীটা আমাদের এই জায়গায় আর পরবর্তীতে আসে না আসলেও হয়তো এক দুই মাস পরে আসে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা তো সেক্ষেত্রে মানে আপনারা কোনো ফলআপ করা যে কেনো আসতেছে না বা আপনার টেরিটরি এর মধ্যে যে রোগী গুলা আছে ওগুলা আসতেছে না কেনো এটা কোনো সময়----?

উওরদাতা: এটা অনেকে বলে যে এটা খাওয়ার পর তো দুইদিন খাওয়ার পরতো ঠিক হয়ে গেছি গা একারনে আর পরবর্তীতে আসি নাই। আবার অনেকে বলে যে ঔষুধে কাজ করে নাই একারনে আসি নাই , অন্য জায়গা থেকে কিনে খাইছি বা মিরজাপুর বা অন্য কোনো হস্পিটালে গেছিলাম ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । মানে কোনো নির্দিষ্ট রোগীকে মানে এন্টিবায়োটিক দেওয়া হবে কি হবে না এই যে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয় এই সিদ্ধান্ত ডিশিসনটা আপনি কিভাবে নেন ?

উওরদাতা: আমরা সাধারনত ঠান্ডা, জ্বর বা সর্দি, কাশ যাই থাক আমরা প্রথম ইয়েতে এন্টিবায়োটিক সহজে দেওয়ার হ্যাঁ করি না । তারপরে আবার অনেক রোগী আছে যে ওদের এসে অনেক সরাসরি ভাবে এন্টিবায়োটিক চায় । যে এগুলা প্যারাসিটামল দিসিলেন প্যারাসিটামল গুলাতে আমার কাজ হইছিলো না আমাকে সিরাপ গুলাই দেন । ঐ সময় আমরা যদি সাপ্লাই থাকে আমরা দিয়ে দেই ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা । মানে এটাতো হচ্ছে রোগী চাচ্ছে বা আপনি তার ঠান্ডা কাশির লক্ষন দেখে দিচ্ছেন ।

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা: কিন্তু ডিসিশন নাওয়ার সিদ্ধান্ত নাওয়ার যে বিষয় যে আপনার কাছে একটা সাধারন ঔষুধ আছে কয়েকটা এন্টিবায়োটিক আছে, তাহলে আপনি আসলে কি এন্টিবায়োটিকটা দিবেন ? মানে এই যে একটা ডিসিশনের বিষয় সিদ্ধান্ত ?

উওরদাতা:এন্টিবায়োটিকটা আপনের একশ রোগী যদি হয় একশ রোগীর মধ্যে আমরা শতকরা পাঁচজন বা দশজনকে দেই। কারন আমাদের সাপ্লাইও নাই ওই রকম ।

প্রশ্নকর্তা: জি।

উওরদাতা: প্যারাসিটামল তিন হাজার মাসে সাপ্লাই আসে, এমক্সাসিল পাঁচশ । আবার যদি দিতে ইচ্ছা হয় বা দেওয়ার প্রয়োজন মনে করি তারপরেও দিতে পারি না ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। এই হচ্ছে সিমাবদ্ধতা একটা ।

উওরদাতা: সীমাবদ্ধতা আছে ।

প্রশ্নকর্তা: আছে । হ্যা । আচ্ছা এন্টিবায়োটিকের যে দাম বা বাজার মূল্য এটা কি মাধারন যে জনগন তাদের ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আছে নাকি তাদের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে ? কি মনে হয়?

উওরদাতা: এন্টিবায়োটিক ফাস্ট জেনারেশনের যে এন্টিবায়োটিক গুলা এগুলা ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আছে । কারন এগুলা তিন চার পাঁচ টাকা করে পার পিস কিনা যায় ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: কিন্তু এর পরবর্তী যে , যে--

প্রশ্নকর্তা: সেকেন্ড থার্ড বা ---

উওরদাতা: সেকেন্ড থার্ড বা ফোথ যেগুলা আছে । এগুলা মানুষের সীমার ক্রয় ক্ষমতার বাইরে । মোটামুটি অনেক বাইরে ।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা কেন?

উওরদাতা: কারন একটা আপনের এজিথ্রোমাইসিন পঞ্চাশ টাকা । সেটা যদি আপনের সাতদিন বা দশদিন বা পাঁচদিন লেখে অনেক রোগী আছে এগুলা খাইতে পারব না কিনে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, এটাতো খুবই দুঃখ জনক যে মানে মানুষের অসুস্থতা হলেও সে কিনে খেতে পারতেছে না ।

উওরদাতা: কিনে খেতে পারে না । অনেক সময় মিরজাপুর হস্পিটালে যে সাস্থ কমপ্লেক্সে যায় ঔষুধ লেখে দিছে আপনের সাতদিন বা দশদিন, দশদিনের আপনের সেফিকজিম লেখে দিছে । আপনের ঔষুধের দোকানে যেয়ে দেখছে অনেক প্রাইজ । ঔষুধ কিনা বাদ দিয়ে আবার এ জায়গায় আসে । এরকম অনেকই রোগী আমাদের এজায়গায় আসে । যে ঔষুধ লেখে দিছিলো ঐগুলো কিনা খাইতে পারে নাই ।

প্রশ্নকর্তা: তখন কি করেন আপনি ?

উওরদাতা: তখন আমাদের যদি আপনের এই সাধারন যে ই গুলা আমরা ঐগুলা দিয়ে থাকি । দিয়ে তারে বিভিন্ন পরামর্শ দেই যে একটু কষ্ট হলেও কিনে খাইতে হবে যেহেতু ডাক্তার পরীক্ষা করে লেখছে আপনার জন্য। সেটা আপনে খান ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । মানে একটা মানে ধরেন পেসেন্ট রোগী যে পরিমান টাকা আসে মানে খরচ করতেছে ঔষুধের পিছনে , সে পরিমান লাভ কি সে পেয়ে থাকে ? আপনার কাছে কি মনে হয় ?

উওরদাতা: না সে পরিমান লাভ আমার কাছে মনে হয়যে না পায় না ।

(১৫ মিনিট ০৭ সেকেন্ড)

প্রশ্নকর্তা: কেন পায় না?

উওরদাতা: পায়না কারন হল আপনের হের যে আপনের ঔষুধের যে মান । এমানের মধ্যেও একটু আমার নিজের ব্যাক্তিগত ভাবে আমি যেহেতু এই ঐযে আপনের এর আগেও যে কথাটা বললাম। যে আপনের মোটামুটি ষাট্ট সওোর পারসেন্ট গ্রামের মানুষই প্রেসকিপশন যে কি লিখছে এই জিনিসটা লেখাটা বুঝে না। এজিট্রোমাইসিন লেখে দিসে, জিমেক্স । দিয়ে দিতেছে নরমাল একটা কম্পানী যেটা আপনার লাইসেন্সই নাই। ঐ ধরেন এজিট্রোমাইসন পাঁচশ পাওয়ার দিয়ে দিতেছে , রোগীতো মনে করতেছে যা লেখা ডাক্তারে তাই দিছে । ঠিক আছে? আসলে কিন্তু ঐটা ঐ ঐরকম ভাবে ঐটা রেজাল্ট আসতেছে না , রোগী বলতেছে যে আপনার এতো দামের ঔষুধ খাইলাম কিন্তু আমারতো ঔষুধে কাজ করতেছে না ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।তার মানে ঔষুধের মান নিয়েই সমস্যা বলতেছেন ?

উওরদাতা: ঔষুধের মান নিয়ে এটা আমার ব্যাক্তিগত ভাবে এটা আমি এই চাকরীর শুরু থেইকা, আমি এই জিনিসটা মানে ই করছি এটা নিয়ে আমি ফেসবুকে কয়েকবার আমি স্যেটাস দিসি । ঔষুধ গুলোর ছবি উঠাইয়া । আমি স্যাটাস ও দিছি আমি বিভিন্ন ইয়েতে বুঝানোর চেষ্টা করছি, কিন্তু আসোলে ঐ ধরনের কোনো রেজাল্ট আসে নাই ।

প্রশ্নকর্তা: এটা একটা ভালো উদ্দোগ ।

উওরদাতা: প্রথমে আপনের এই আমাদের এ জায়গায় যদি কমিউনিটি ক্লিনিকি আসে । আসার পরে আমরা এন্টিবায়োটিক যদি দিয়ে থাকি আমাদের সাপ্লাই কম থাকলেও আমরা দুই দিনের তিন দিনের দিলে পরবর্তীতে আসতে বলি তিনদিন পর । বলি যে আমাদের ঔষুধের সাপ্লাই কম তো আপনি তিনদিন পরে আইসে আবারো বাকি ইয়েটা নিয়ে যাইয়েন এবং যদি আরোও উচ্চতর কোন জায়গায় গিয়ে চিকিৎসা নেয় ঐ জায়গায় মোটামুটি আমার জানা মতে প্রায় , কিছু ই থাকে তারপরেও সবাই ডাক্তারের ফলো করে এন্টিবায়োটিকটা খায় । কিন্তু পল্লী চিকিৎসকের যে জিনিসটা এটা আপনের এই তারাও চেষ্টা করে ভালো ভাবে দাওয়ার জন্য কিন্তু

রোগীরা মনে করে যে আগে একটা দুইটা দেন আমি খেয়ে দেখি । ঠিক আছে? এক্ষেত্রে একটা বিরাট সমস্যা যেখানে পল্লী চিকিৎসকরা প্রেসক্রাইব ছাড়া ঔষুধ বিক্রি করে দিতেছে রোগীরে। এটা হইলো সবচেয়ে বড় সমস্যা সাস্থ সমস্যার ক্ষেত্রে । কারন একটা এজিট্রোমাইসিন একটা ট্যাবলেট দেয় । একটা সিপ্রোসিন একটা দেয় , একপিস দেয় কারন হয়তো রোগীর কাছে টাকা নাই , টাকা না থাকলে ডাক্তার বাকি দিবো না । এক্ষেত্রে ও দেয় আবার অনেকে রোগীরা ইচ্ছাকৃত ভাবে নিয়ে যায় ।যে আপনে আমার একটা বা দুইটা দামী ট্যাবলেট দেন জ্বরটা যেন যায়গা ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । তো ঐ একটা খাইলে কি ভালো হয়ে যায় ?

উওরদাতা: একটা খাইলে ভালো হয় একবার, দুইবার, তিনবার, পাঁচবার ভালো হয় তারপরে আবার ভালো হয় না পরবর্তীতে ।

প্রশ্নকর্তা: না, পরে কেন আর ভালো হয় না?

উওরদাতা: পরে হয়তো ঔষুধটা তার রেজিসটেন্স হয়ে গেছে , ওগুলো মানে ইহয় না । কাজ হয় না ।

প্রশ্নকর্তা: রেজিসটেন্স হয়ে গেলে তখন আপনারা কি করেন?

উওরদাতা: রেজিসটেন্ট হয়ে গেলে এটাতো আমাদের কিছু ই নাই , এটা হল সরকারের উপর মহলে যে আছে তাদের চিন্তা ভাবণার ব্যাপার ।

প্রশ্নকর্তা: না মানে ডাক্তারি লাইনে তখন তার কি করতে হবে ? রেজিসটেন্স ধরেন একজন রেজিসটেন্স হয়ে গেল --

উওরদাতা: একটা ঔষুধ যদি রেজিসটেন্স হয়ে যায় তখন অন্য যে কোনো এন্টিবায়োটিক যদি রের হয় তাহলে ঐটা দিয়ে তার চিকিৎসা করতে হবে । আর যদি সবই ইয হয়ে যায় তাহলে তো যেভাবে আল্লাহ নেয় এভাবেই ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আর মানে আপনি কি মনে করেন যে প্রেসকিপশন বা ব্যবস্থা পত্রে অন্য ঔষুধের চেয়ে এন্টিবায়োটিকে বেশী প্রধান্য দিয়ে থাকেন?

উওরদাতা: এন্টিবায়োটিক ছাড়া প্রেসক্রাইব নাই ।

প্রশ্নকর্তা: মানে আপনি কোনটা করেন এন্টিবায়োটিকে প্রধান্য দেন নাকি বেশী প্রধান্য দেন নাকি ?

উওরদাতা: আমাদের প্রধান্য বলতে আমাদের যে সাপ্লাই । এ সাপ্লাই এর বাহিরে তো আমরা কোনো কিছু করার নাই । এগুলাই আমরা দিয়ে থাকি , সাধারনত এন্টিবায়োটিক কোনো আমরা সহজে কোনো লেখি না । যদি লেখি ও দেই বা প্রয়োজন হয় বা ইয়ে হয় তাহলে আমরা ঐ এমক্সাসিল পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকি ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। মানে কেন একটার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতেছেন ?

উওরদাতা: কারন এটার মার্কেট প্রাইস কম আর একটা ঔষুধ যদি আমি চোদ্দ টাকা পনেরো টাকা , পয়ত্রিশ টাকা করে লেখি দেই তাহলে হয়তো রোগীটা কিনে খাইতে পারবে না । কারন আমাদের এইখানে গরীব সবচেয়ে অসহায় রোগী গুলাই সবচেয়ে রেশী আসে। তাদের হাতে যদি আমরা তিনশ, চারশ, পাঁচশ টাকার একটা প্রেসক্রাইব ধরায় দেই , তাহলে পরবর্তীতে রোগীটা আবার এই জায়গায় আসবো না এবং কি ঐ ঔষুধ গুলা কিনাও খাইতে পারব না । তার মানে তার এই জায়গায় আসাটা কোনো কাজে লাগতেছে না । আর যদি আমরা বিশ ত্রিশ টাকার মধ্যে তাদের ঔষুধটা ইয়ে করে দিতে পারি তাহলে রোগীটা হয়তো বলবে যে ঔষুধ না থাকলেও ডাক্তার ঔষুধ লেখে দেয় । ঐটা বাইরের থেকে কিনলে অল্প টাকায়ই কিনা যায় ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা মানে অন্য ঔষুধের সাথে এন্টিবায়োটিক এটার কি কোনো ডিফারেন্স কি আছে কোনো ? পার্থক্য কি আছে ? সাধারন ঔষুধ আর এন্টিবায়োটিক ?

উওরদাতা: এটাতো পার্থক্য আছে ।

প্রশ্নকর্তা: হ্যাঁ কি আছে একটু যদি আমাকে খুলে বুঝায় বলেন ?

উওরদাতা: এন্টিবায়োটিকটা আপনের হল কি শরীরের এই দেহের যে ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া ওগুলা মানে ধ্বংসকারী একটা ঔষুধ।

(২০ মিনিট ০১ সেকেন্ড)

প্রশ্নকর্তা: জি ।

উওরদাতা: আর সাধারন ঔষুধগুলো তো আপনের দেহের মধ্যে যেয়ে যে কাজ করে ঐগুলাতো ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস ধ্বংস করার মতো কোনো কিছু নাই । যেমন প্যারাসিটামল খাইলে তাপমাত্রা কমতেছে। এটা সাধারন বিষয় প্যারাসিটামল সবসময় তাপমাত্রা কমায়।

প্রশ্নকর্তা: অন্য কোন ডিফারেন্স আছে?

উওরদাতা:দামের ক্ষেত্রেও আছে । দুইটার মধ্যে ঔষুধের খাবারের যে ডোজটা এটার মধ্যে ডিফেরেন্স আছে ।

প্রশ্নকর্তা: ডোজের মধ্যে ? একটু যদি খুলে বলেন কি রকম ?

উওরদাতা: যেমন প্যারাসিটামল আপনের ঐটা কোনো নির্দিষ্ট কোনো ইয়ে নাই । শরীরের যদি তাপমাত্রা থাকে তাহলে প্যারাসিটামল খাবে বা ব্যাথা থাকলে , শরীরে ব্যাথা থাকলে প্যারাসিটামল খাবে । না থাকলে ঐটা খাওয়ার প্রয়োজন নাই । কিন্তু এন্টিবায়োটিক যদি গ্রহন করি ঐটা কোর্স কমপ্লিট করতে হবে । এটা হল সবচেয়ে বড় ব্যবধ্যান ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তো লোকে কি মানে প্রেসকিপশন ছাড়া এন্টিবায়োটিক আপনাদের কাছে চেয়ে থাকে? সাধারন রোগী বা পেসেন্ট ?

উওরদাতা: হ্যাঁ চেয়ে থাকে সচারচর চায় ।

প্রশ্নকর্তা: তো কি বলে উনারা এসে ?

উওরদাতা: এসে বলে যে, আমার যেমন ঐটা একবার যদি আমরা কোনো সময় এন্টিবায়োটিক একটা রোগীকে দেই । ধরেন প্রথমে আসে প্যারাসিটামল দেই জ্বর যায় না সর্দ্বি জ্বর যাইতেছে না। তখন তারপরে যদি দুইদিন , তিনদিন পরে আসে আসার পরে যদি আমাদের সাপ্লাই থাকে আমরা এমক্সাসিলিন দেই বা কেট্রামক্সাসল দিয়ে থাকি । ঐটা দেওয়ার পরে পরবর্তীতে কাজ করে ভালো ঐ রোগী এইগুলা ঐফাইল গুলা রেখে দেয় । রেখে দিলে পরবর্তীতে ঐধরনের সমস্যা থাকলে ঐগুলা আবার ফিরায় নিয়া আসে । যে এই ঔষুধ গুলা দেন ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। সেক্ষেত্রে আপনি কি করেন ?

উওরদাতা: সেক্ষেত্রে এখন যদি আমাদের সাপ্লাই থাকে। তাইলে দিতে হয়, যদি এই যেহেতু আমরা এই লোকালি চাকরী করি । এক্ষেত্রে আমাদের দিতে হয় কারন একজন রোগী দেখা যায় এটা এন্টিবায়োটিক বা এটা সাধারন ঔষুধ এই জিনিসটা বুঝে না । তারা বুঝতেছে এটা একটা ঔষুধ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা: প্যারাসিটামল আর এমক্সাসিলিন একই জিনিস ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: আমার এমক্সাসিলিনের কাজ করে আমারে দেয় নাই। ঐ রোগীটা তাদের রাস্তায় বা তাদের বাড়ির উপর দিয়া আর একটা চইলা গেল এমক্সাসিল নিয়া তখন বলবো যে ডাক্তার আমারে দেয় নাই । আমি চাইলাম আর ঐ রোগীকে দিয়া দিল , এই একটু সমস্যা হয়ে যায়গা ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। মানে লোকালি এই জিনিসটা ।

উওরদাতা: লাকাল এরিয়ার মধ্যে এই জিনিসটা হয়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা এছাড়া আর কোনো সমস্যা?

উওরদাতা: এছাড়া মোটামুটি আমাদের আর সমস্যা হয় না ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা এখন যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি সে বিষয়টা হল ঝুঁকি সম্পর্কিত বিষয় সমূহ নিয়ে , আপনি কি মনে করেন এন্টিবায়োটিক গুলা রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে কর্যকারী ভূমিকা পালন করে ।

উওরদাতা: না ।

প্রশ্নকর্তা: হ্যাঁ ? এন্টিবায়োটিক কার্যকারী ভূমিকা পালন করে না?

উওরদাতা: কার্যকারী মানে যতটুকু কার্যকারী ভূমিকা পালন করা , কারন এন্টিবায়োটিক মানুষে গ্রহন করে বা ডাক্তার যারা প্রেসক্রাইব করে থাকে । আসলে অতটুকু কার্যকারীতা করে না সেটা হয়তো ঔষুধের মানের কারনে হোক অথবা রোগীর খাওয়ার কারনে হোক । অনেক সময় নিয়মিত খায় না । অনেক সময় ঔষুধ ডাক্তারে লেখে দিছে একটা , ফার্মেসি থেকে দিতেছে আর একটা । ঠিক আছে ? তাহলে সে ঔষুধগুলা পাইতেছে না ।

প্রশ্নকর্তা: মানে এটা কি মেক্সিমাম রোগীর ক্ষেত্রেই হচ্ছে নাকি গুটি কয়েক ?

উওরদাতা: এটা আমি বলছি যে আমাদের যে গ্রামের ভিতরে যে পল্লী এলাকায় যে ইয়েটা এগুলার মধ্যে জিনিসটা বেশী হয় কারন এজায়গায় অশিক্ষিত মানুষ বেশী ।আর সবচেয়ে বড় কথা যে ডাক্তারের প্রেসক্রাইব গুলা তারা বুঝতে পারে না , অনেকে শিক্ষিত আছে তারপরেও এগুলা বুঝার মত তাদের ইয়ে নাই ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। মানে তাহলে কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে এই এন্টিবায়োটিক গুলা কাজ করে?মানে যদি আমরা বলি যে এন্টিবায়োটিকটা শরীরে ঢুকে কিভাবে কাজ করতেছে ? কি কি উপায়ে কাজ করে ?

উওরদাতা: এটাতো আসলে আমাদের এতটুক ঐটা --------

প্রশ্নকর্তা: যতটুক বুঝেন আরকি ।

উওরদাতা: যতটুক বুঝি যে এটা আপনের এই ব্যাকটেরীয়া বা ভাইরাস এর ধ্বংসকারী একটা মেডিমিন যেটা আপনের ঐযে ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া দ্বারা কোনো রোগী যদি আক্রান্ত হয়ে থাকে ।

প্রশ্নকর্তা: জি ।

উওরদাতা: এন্টিবায়োটিকটা খাইলে ঐ ব্যাকটেরীয়াটা ধ্বংস হয়ে গেলে রোগীটা আস্তে আস্তে ভালো হয়ে যায় ।

প্রশ্নকর্তা: কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিক কাজ করে ? কিছু রোগের নাম যদি বলেন ? কোন কোন রোগ ভালো করার ক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিক কাজ করে ?

উওরদাতা: এন্টিবায়োটিক আপনের টাইফয়েড আছে , তারপরে নিউমনিয়া আছে , তারপরে কলেরা , ডাইরিয়া আমরা যেটা ইয়ে বলি , ঠিক আছে ?

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা: এই গুলার ক্ষেত্রে আমরা সাধারনত এন্টিবায়োটিক দেই , এন্টিবায়োটিক এগুলার কাজ করে ।

প্রশ্নকর্তা: এছাড়া আর রোগ কি আছে ?

উওরদাতা: এই এছাড়াও অনেক ইয়ে আছে আপনের ক্ষত শুকানোর ক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিক।

উওরদাতা: আর তারপরে এই বিভিন্ন ইয়ে আছে। কাটা ছিড়ায় এন্টিবায়োটিক হয়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা মানে এদের মধ্যে যে কোন গ্রুপের এন্টিবায়োটিকটা ভালো ভাবে কাজ করে বলে আপনি মনে করেন?

উওরদাতা: এন্টিবায়োটিক আছে আমাদের সাপ্লাই আছে আমরা শুধু এটার মধ্যেই আমরা ইয়ে করি । ঠিক আছে ? কারন বাইরের যে গুলা ঐগুলা অতটুক ইয়ে হয় না । আমরা রেজাল্ট ঐভাবে জানতে পারি না ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: সে ক্ষেত্রে আমার ঐযে সাপ্লাইকৃত যে এন্টিবায়োটিক গুলা আছে তাতে এমক্সাসিলটা মানে কাজ করে ভালো এবং এটা আমরা মানে দেওয়ার একটু ইয়ে করি কারন এটার সাইড এফেক্ট একটু কম । এই কারনে আমরা এটা দেই , কাজ অনেক ক্ষেত্রে করে অনেক ক্ষেত্রে করে না ।

(২৫ মিনিট ৩৫ সেকেন্ড)

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । মানে এটা বুঝতে পারেন যে কাজ করতেছে বা করতেছে না ?

উওরদাতা: হ্যাঁ রোগীতো পরবর্তীতে আসে, বলে যে এটা দিছিলেন কাজ হয় নাই অন্য কোনো ঔষুধ যদি থাকে তাইলে দেন ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তো মানে আপনি কি মনে করেন এন্টিবায়োটিকের কোনো সাইড এফেক্ট বা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কি আছে ?

উওরদাতা: হ্যাঁ আছে ।

প্রশ্নকর্তা: কি ধরনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে ?

উওরদাতা: অনেক সময় বমিও হয়, মাথা ঘুরায়, মাথা ব্যাথা করে ।

প্রশ্নকর্তা: জি। আর ?

উওরদাতা: তারপরে আছে যে পরবর্তীতে ঔষুধ গুলো কাজ করতেছে না দ্রীর্ঘ দিন সেবনের ফলে অনিয়মিত সেবনের ফলে কাজ করে না ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। সাইড এফেক্ট যদি বলি এযে বললেন বমি হচ্ছে ইয়ে হচ্ছে , আর শরীরে কোনো কিছু হয় ?

উওরদাতা: শরীরে এলার্জি রেস হয়। তো অনেক সময় পা , -- তো এই রকম সাধারনত এগুলা হয় । না অনেক সময় আছে হাতে বা পায়ে এই , পা, হাত, পা ফুলে যায় এরকম। অনেক রোগী বলে যে আমার হাত পা পুরে গেছে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা । এটা এন্টিবায়োটিকের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ?

উওরদাতা: এখন, এন্টিবায়োটিইে হইছে কিনা এখন , বেশীর ভাগই কোট্রামক্সাসলে এ জিনিসটা হয় বেশী ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: এটায় সাইড এফেক্টটা বেশী থাকে ।

প্রশ্নকর্তা: তাহলে আপনারা মানে এই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া যেগুলা হয় এগুলা মোকাবেলা করেন কিভাবে ? কিভাবে মোকাবেলা করা যায় এগুলা ?

উওরদাতা: এগুলা মোকাবেলা আমাদের প্রথমে যেটা বলি যে এন্টিবায়োটিক যেটা খায়ে গ্রহন করতেছে ঐটা খাওয়া থেকে বিরত থাকতে বলি। তারপরে লক্ষন ভিওিক চিকিৎসা দেই। আরও যদি সমস্যা হয় তাহলে আমরা সিনিয়র পর্যায়ে ডাইভার্ট করে দেই ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা, এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স এই শব্দটাতো শুনছেন না ?

উওরদাতা: হ্যাঁ শুনছি ।

প্রশ্নকর্তা: এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স বলতে আসলে আপনে কি বুঝেন এটা যদি বুঝায় বলেন ?

উওরদাতা: মানে এই এন্টিবায়োটিকটা ঐ বডির মধ্যে কাজ করতেছে না । মানে আর কাজ করে না ।

প্রশ্নকর্তা: হ্যাঁ ।

উওরদাতা: তার জন্য , ঐ এন্টিবায়োটিকটা , যেমন ঐলোকের জন্য যেমন কাজ না করে বা ঐটা যদি কোনো রেজাল্ট না আসে এন্টিবায়োটিকের তখন ঐটা আমরা রেজিসটেন্স মনে করি । তার ঐটা শরীরে ঐটা রেজিসটেন্স হয়ে গেছে ঐটা শরীরে আর কাজ করবে না ।

প্রশ্নকর্তা: মানে রেজিসটেন্সটা হচ্ছে কি জন্য ? শরীরের মধ্যে যে রেজিসটেন্স হচ্ছে --?

উওরদাতা: হচ্ছে ঐ অনিয়মিত এন্টিবায়োটিক সেবনের ফলে ।

প্রশ্নকর্তা: অনিয়মিত সেবনের ফলে আর কোনো কারন আছে ? এন্টিবায়োটিক নেজিসটেন্স হওয়ার অন্য কোনো কারন ? একটা হচ্ছে যে সে অনিয়মিত খাচ্ছে এই এইছাড়া আর কোনো কারন ?

উওরদাতা: আর কারন বলতে যে আমার যেটা মনে হয় যে আমি অনেক সময় ট্রেনিং করছিলাম যে, আপনের যদি একটা এন্টিবায়োটিক একটা মানুষের যদি রেজিসটেন্স হয়ে থাকে তাহলে তার বাচ্চা কাচ্চা হইলেও তার ডাইরেক্টলি ঐ এন্টিবায়োটিকটা রেজিসটেন্স হবে।

প্রশ্নকর্তা: কিভাবে একটু যদি খুলে বলেন ?

উওরদাতা: এটা মানে কতটুক ইয়া আমি জানি না । তো আমি ঐ এই জিনিসটা আমাদের এক ট্রেনিং এ বলছিলো যে অনেক সময় এটা বাচ্চাদের ও হয় সরাসরি যেন একটা ছেলের বা পিতার বা মার যদি একটা এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স থাকে; তাহলে ঐ বাচ্চার ঐ ঔষুধে কাজ করে না ।

প্রশ্নকর্তা: কিভাবে মানে ঐ বাচ্চাটা ইনফেক্টেড হয় বা এফেক্টেড হয়?

উওরদাতা: এফেক্টেড হয় তো তাদের রক্তের কারনে হয়ে থাকে । একই রক্তে জন্ম গ্রহন করছে এই জন্য ।

প্রশ্নকর্তা: মানে যে এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স যে হয়ে যায় , যদি কারো হয়ে যায় তাহলে এটা বন্ধ করার জন্য আমরা কি করতে পারি?

উওরদাতা: এটা বন্ধ করার জন্য সবচেয়ে উদ্দোগ নিতে হবে আপনের হল এন্টিবায়োটিকের যে টোটাল যে কোর্সটা , যে সময় এন্টিবায়োটিক যে কোন ডাক্তার যদি এন্টিবায়োটিক সুপারিস করে । সেটা জানি টোটালি কমপ্লিট করে । এবং কি পল্লী চিকিৎসক জানি কোনো রোগীরে প্রেসক্রাইব ছাড়া এন্টিবাযোটিক না দিতে পারে । কারন তারা, তাদের হাতেই কিন্তু সবচেয়ে বেশী সমস্যা হইতেছে । আমার যেটা ধারনা । কারন তারা একটা দুইটা দেয় এবং কিংবা ইয়ের ক্ষেত্রে বেচঁতেছে চলতেছে রেজিসটেন্স হল কি হল না তাদের কোনো মাথা ব্যাথা নাই । এক্ষেত্রে এটা হল সরকারের একটা আইন আছে , এটা আমার কাছে ও আছে । ফটো কপি আছে , এই জিনিসটা পূর্ণ বাস্তবায়ন হলে এই জিনিসটা ইয়ে হবে ।

প্রশ্নকর্তা: আইনে কি আছে ঐখানে কি লেখা আছে ?

উওরদাতা: আইনে আছে আপনের হল গিয়া এই প্রেসক্রাইব ছাড়া এন্টিবায়োটিক বিক্রয় নিষেধ। কোন ডাক্তারের সুপারিস ছাড়া । সেখানে তো একটা পল্লী চিকিৎসক সে ধুমসে মনে করেন যে একটা এম.বি.বি.এস. যে এন্টিবায়োটিক দিতেছে , একটা পল্লী চিকিৎসক সেই একই এন্টিবায়োটিক দিতেছে । পল্লী চিকিৎসক দিতেছে আপনের একটা দুইটা বা অনেক সময় একটা দুইটা দেয় । অনেক সময় টোটালি কোর্স দিয়ে থাকে। কিন্তু আসলেতো এই জিনিসটা এই জায়গায় থেকে সবচেয়ে বেশী সমস্যা ঔষুধ রেজিসট্রেন্স এর ।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা। রেজিসটেন্স এর। আচ্ছা। আর মানে সঠিক নিয়ম অনুযায়ী দিক নির্দেশনা অনুযায়ী এন্টিবায়োটিক সেবনের কি কোনো চেলেঞ্জ সমূহ কি নিয়ম মাফিক যে এন্টিবায়োটিক খাইতে হয় এটা খাইতে কি , মানে কি কি সমস্যা গুলো হয় ? চেলেঞ্জ গুলা ?

(৩০ মিনিট ১৮ সেকেন্ড)

উওরদাতা: অনেক সময় রোগী এন্টিবায়োটিক দিলে যদি আপনের সাতদিন বা দশ দিনের এন্টিবায়োটিক দাওয়া হয় । রোগী দুই তিনদিন খাওয়ার পরে ভালো হল। ঐ অনিয়মিত ঔষুধ খাওয়া শুরু করে এটা সবচেয়ে রোগীর অবহেলা একটা। আবার অনেক ক্ষেত্রে আছে যে ও এন্টিবায়োটিকের ওরে ক্রয় ক্ষমতা মানুষের সীমাবদ্ধ, ইয়ে ঐ মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে থাকে অনেকে ইচ্ছা তাকলেও ঔষুধ কিনতে পারে না। এটা আর একটা সমস্যা । আবার অনেক সময় আামাদের কাছে ঔষুধের সাপ্লাই থাকে না। তখন আমরাও টোটাল, টোটাল ডোজটা তার হতে তুলে দিতে পারি না। ঠিক আছে? এক্ষেত্রে দেখা যায় রোগী ভালো হয় গেলে পরবর্তী কোর্সটা নেওয়ার জন্য আর সে আসে না । এটাও একটা সমস্যা ।

প্রশ্নকর্তা: সমস্যা। তো এখন নিতীমালা সম্পর্কিত বিষয়গুলি নিয়ে একটু কথা বলবো। সেটা হচ্ছে সাধারন কোনো ঔষুধ বা বিশেষ করে এন্টিবায়োটিক ব্যবহার পর্যবেক্ষন করে এরকম কোনো পর্যবেক্ষক বা নিয়নত্রণকারী কোনো সংস্থা সম্পর্কে আপনি জানেন?

উওরদাতা: এরা ঔষুধ প্রশাসনকারী একটা ইয়ে আছে, সরকারী ইয়ে আছে। এটায় আমি শুনি যে এটা নিয়নত্রন করে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। মানে এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের সাথে সম্পর্কিত এমন কোনো সরকারী নিতীমালা সম্পর্কে কি আপনি জানেন?

উওরদাতা: সরকারী নিতীমালা তো এই আমি একটা ইয়ে দেখছিলাম আপনের ঐটা ঔষুধ প্রসাশন শিল্প কত সনের জানি একটা আইন সেখানে উল্লেখ আছে, যেপল্লী চিকিৎসক ঊনচল্লিশ আইটেমের; না টোটালি আপনের ঊনচল্লিশ আইটেমের ঔষুধ ফার্মেসি থেকে প্রেসক্রাইব ছাড়া আপনের দিতে পারব। সেখানে কোনো এন্টিবায়োটিক নাই । আর একটা আইন সেটা হল আপনের প্রেসক্রাইব ছাড়া বা ডাক্তারের সুপারিশ ছাড়া এন্টিবায়োটিক বিক্রয় নিষেধ। এই দুইটা যদি বাস্তবায়ন হয় তাহলে ঔষুধের যে রেজিসটেন্স এর সমস্যাটা আছে এই সমস্যাটা সমাধান হয়ে যাবে ।

প্রশ্নকর্তা: তো আচ্ছা আপনার কাছে কি মনে হয় যে এন্টিবায়োটিক বিক্রির জন্য কোনো নিতীমালা বা নৈতিক আচরন বিধির প্রয়োজন আছে ?

উওরদাতা: নিতীমালা আছে কিন্তু বাস্তবায়ন নাই ।

প্রশ্নকর্তা: প্রথম হচ্ছে জিনিসটার প্রয়োজন আছে কিনা নীতিমালার ?

উওরদাতা: নীতিমালার প্রয়োজন আছে ।

প্রশ্নকর্তা: মানে কেন প্রয়োজন আছে ?

উওরদাতা: কারন একটা এন্টিবায়োটিক সেটা একটা ডাক্তারে তার সম্পূর্ণ শরীরের কনডিশন বা অবস্থা বুইঝা হয়তো ডাক্তারের ঐটা সুপারিশ করবো যদি তার প্রয়োজন হয় । কিন্তু একজন সাধারন পাবলিক আছে সে নিজে ইচ্ছাকৃত ভাবে চোদ্দটাকা পনেরো টাকা দামের এন্টিবায়োটিক অনেক সময় চায়ে নেয় । কারন পল্লী চিকিৎসক একবার দিছিলো অথবা কোনো ডাক্তার লেখছিলো , চোদ্দ টাকা দামের ট্যাবলেট খায়ে আমার জ্বর গেছে গা আবার সে ফার্মেসির কাছ থেকে একই চায়ে ঔষুধ নিতেছে , অনেক সময় ফার্মেসি অলারাও তারে দিতেছে । এখানে ক্রয়ের ক্ষেত্রে এবং বিক্রয়ের ক্ষেত্রে কোনো নীতিমালার বাস্তবায়ন নেই ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: সেখানে একটা নীতিমালা প্রয়োজন যে এন্টিবায়োটিকের ক্ষেত্রে একটা নীতিমালা প্রয়োজন যেটা আসলেই যাতে কোনো ভাবে ডাক্তারের সুপারিশ ছাড়া যতিে এটা বিক্রি না হয় এবং কি যে কমিউনিটি ক্লিনিক আছে , সরকারী এগুলা আছে যেকোনো জায়গা থেকে যেগুলা এন্টিবায়োটিক দিয়া হয় রোগীকে , ঐটা যেনো সম্পূর্ণ কোর্স দেওয়া হয় । কারন বিনামূল্যে দিলেও যেমন আমাদের হস্পিটাল এজায়গা থেকে পাঁচ ছয় কিলো দূরে দুই দিনের দিয়া দিলে পরবর্তী তিনদিনের জন্য পাঁচ দিনের জন্য সে আর যাবে না । তাইলে ঐ জিনিসটা গ্যেপই রয়ে গেলো ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা তো সে ক্ষেত্রে মানে কিছু সেবা দান কারী আছে যারা অযোক্তিক ভাবে এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করে থাকে যে ধরেন, একটু আগে আপনি বলতেছিলেন পল্লী চিকিৎসকরা এই ধরনের --

উওরদাতা: পল্লী চিকিৎসক । এটা আমি বাড়ে বাড়ে বলতেছি কি জন্য , এটা আমার চোখে দেখা জিনিস । সেটা আমি বাস্তবে প্রতিদিন ফেস করি ।

প্রশ্নকর্তা: মানে কেন আপনার কাছে মনে হয় অযোক্তিক ভাবে এরা এটা দেয় ?

উওরদাতা: অযোক্তিক ভাবে দেয়, এক হল যেমন একটা রোগী সাধারনত জ্বর নিয়া যদি আসে হয়তো তাদের দুই দিন বা তিনদিন সে প্যারাসিটামল দিয়ে চিকিৎসা দিতে পারে ।কিন্তু একটা প্যারাসিটামলের সে ব্যবস্যা করবে হল কি এক পাতা প্যারাসিটামল সে দুই টাকা বিজনেস হবে । বিজনেসে তার ব্যবস্যা চলবে না । এই কারনেঐ নিম্নমানের যে এন্টিবায়োটিক বা এন্টিবায়োটিক যেগুলা আছে ঐগুলা দিয়া প্লাস দুই তিনশ পাঁচশ টাকার একটা ইয়ে ধরায় দিবে । কারন ঐগুলা তার নিজের লাভের জন্য সে রোগীর জিনিসটা চিন্তা করলো না ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । মানে রোগীর লাভের চেয়ে সরবরাহকারী মানে যিনি ঐ ঔষুধ বিক্রি করতেছে তার আর্থিক লাভের ---

উওরদাতা: লাভের কারনেই --

প্রশ্নকর্তা: প্রেসক্রিপশনে এন্টিবায়োটিক লেখা হইতে পারে , না?

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: মানে আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এটাই যে মানে তার লাভের জন্য প্রেসকিপশনে সে এন্টিবায়োটিক লিখতে পারে্ ।

উওরদাতা :লিখতে পারে্ ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা: এবং কি অপনের সেটা হয়তো বলা ঠিক হবে কিনা , অনেক ডাক্তাররা আছে যেমন সরকারী , বেসরকারী যেই হোক আবার আমরা যারা আছি, ঐই বিভিন্ন কম্পানীর লোভে প্রোলোভনে এই জিনিসটা লেখে থাকে । প্রয়োজন নাই তারপরেও কম্পানীর লোকেরে খুশি করার জন্য হুদাই লেখে থাকে এমন কি দেখা যায় যে এমন কোনো প্রেসক্রাইব নাই যেখানে এন্টিবায়োটিক নাই ।

(৩৫ মিনিট ১৯ সেকেন্ড)

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আপনি কি ভোক্তার অধিকার সম্পর্কে জানেন? মানে কনজুমাররাইটস যেটা হিউমেন মানে ভোক্তার অধিকার । সম্বন্ধে জানেন?

উওরদাতা: ভোক্তার অধিকার ?

প্রশ্নকর্তা: ভোক্তা বলতে ধরেন আমরা প্রতেকেই একজন ভোক্তা মানে ভোগ করতেছি যারা ?

উওরদাতা: এটা অধিকার বলতে সে সবসময় যাতে সঠিক জিনিস গুলা পায় , যে যে যে জিনিস গুলার যেটা যার প্রয়োজন এ প্রয়োজনীয় জিনিস গুলা সে সঠিক ভাবে এবং সঠিক মানে যেন পায় , ঠিক আছে ? সেটা হল সকলের অধিকার , সেটা আমার ও আপনের ও সবারই ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। মানে এই বিষয়টা আপনি কোথাও শুনছেন জানতে পারছেন কোনো জায়গা থেকে ? ভোক্তার অধিকার ?

উওরদাতা: এটা অনেক সময় রেডিও, টেলিভিশনে বিভিন্ন সময় শুনছি ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। একটা প্রেসকিপশনে মানে এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের যথাযথ পরামর্শ যাতে লেখা হয় তার জন্য কি কি ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া উচিৎ বলে আপনে মনে করেন? মানে একটা প্রেসক্রিপশনের মধ্যে এন্টিবায়োটিকটা মানে বিষয় ---------

উওরদাতা: সেখানে স্পষ্ট উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই ঔষুধ গুলা সাতদিন , ডাক্তারা অনেক সময় সাতদিন লেখে দিল , কিন্তু না খেলে যে পরবর্তী সমস্যা ঐটা উল্লেখ করা দরকার ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ঐটা দরকার আর?

উওরদাতা: আর -----এন্টিবায়োটিকের ক্ষেত্রে এটা আসলে আমার সঠিক ইয়ে আসতেছে না এখন ।

প্রশ্নকর্তা: কেন এন্টিবায়োটিক না খেলে কি সমস্যায় পরে তা স্পষ্ট আকারে লেখে লিখে দেওয়া প্রয়োজন ?

উওরদাতা: ঐটা লিখে দেওয়া প্রয়োজন কারন রোগী তো বুঝতেছে না যে কোনটা এন্টিবায়োটিক আর কোনটা সাধারন ঔষুধ । এ কারনে এন্টিবায়োটিকটা বিশেষ ভাবে এটা উল্লেখ করা, মানে প্রেসক্রাইবে যেখানে সুপারিস করবে ডাক্তার সেটা স্পষ্ট ভাবে রোগী যেন বুঝতে পারে যে এটা এন্টিবায়োটিক এবং এই ঔষুধ গুলা অন্য ঔষুধগুলা হয়তো এদিক সেদিক খাওয়ার এদিক সেদিক হলেও হতে পাওে; কিন্তু এ ঔষুধ গুলা কোন সময় যে কোর্স আছে কোর্স এটা কমপ্লিট করতে হবে।ঐ জিনিসটা ঐ ঔষুধ ঐ এন্টিবায়োটিকের নিচে এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন। মানে সাথে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। মানে আপনে কি মনে করেন যে ড্রাগ কম্পানী গুলা বা ঔষুধ কম্পানী গুলা রোগীদের এন্টিবায়োটিক ব্যবহারে প্রভাবিত করতে পারে? আপনাদের কে?

উওরদাতা: ঔষুধ কম্পানীতো এটা সাধারনত করে আমার মনে হয় যে এটা --

প্রশ্নকর্তা: মানে কিভাবে করে?

উওরদাতা: তারাতো মনে করেন ডাক্তারের পিছনে সব সময় ব্যাগ নিয়ে ঘুরে দেখা যায় তাদেরকে বিভিন্ন কিছু দেয় এসে ঔসুধগুলা দেখাইতেছে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা মানে এন্টিবায়োটিক ? এন্টিবায়োটিকটা বেশী লেখার জন্য ?

উওরদাতা: বেশী লেখাইতেছে ।

প্রশ্নকর্তা: উৎসায়িত করে তারা?

উওরদাতা: উৎসায়িত করতেছে । এমনকি এন্টিবায়োটিকের মধ্যে কম্পানীর সাথে কম্পানী মনে করেন ঐযে একটা ইয়ে ধরেন একটা পাল্লার সৃষ্টি হইছে যে কার , কার কিভাবে লিখতেছে কারা কোন ধরনের এন্টিবায়োটিক আনতেছে । কম্পানী গুলারই এরকম ইয়ে আছে যে লেটেস্ট এন্টিবায়োটিক কার আছে , কার কার বেশী কাজ করে এটার উপরে তারা দৌড় ঝাপ পারে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আপনি কি মনে করেন যে লোকজন এন্টিবায়োটিক নাওয়ার জন্য কোথায় বেশী যেতে পচ্ছন্দ করে তারা কি সরকারী প্রতিষ্ঠানে আসতে বেশী পচ্ছন্দ করে নাকি তারা আনুষ্ঠানিক ভাবে যে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে বা প্রাইভেট ক্লিনিকে বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে যেতে তারা বেশী পচ্ছন্দ করে ?

উওরদাতা: চিকিৎসার জন্য যার যেখানে সুবিধা হয় সে জায়গায় যায় কিন্তু ঔষুধ গুলো তো আপনের সরকারী উপজেলা সাস্থ কমপ্লেক্সে ও এতো ঔষুধ সাপ্লাই থাকে না । ঔষুধ গুলাতো তার বিভিন্ন ফার্মেসি থেকেই কিনতে হয় ।

প্রশ্নকর্তা: এন্টিবায়োটিক নাওয়ার ক্ষেত্রে তারা কি সরকারী হাসপাতালে বেশী যেতে পচ্ছন্দ করে ? সাধারন রোগী বা লোক জন না আপনাদের কাছে বেশী ? প্রাইভেট ক্লিনিক বা অন্যান্য যে জায়গা আছে সেখানে যেতে পচ্ছন্দ করে ?

উওরদাতা: রোগীরা সাধারনত প্রাইভেট ক্লিনিকেই বেশী যায় কারন প্রাইভেট ক্লিনিক গুলা মানে হাতের কাছে থাকে ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

(৪০ মিনিট ০১ সেকেন্ড)

উওরদাতা: সারাদেশ সারা এলাকা ছড়ায় ছিটায় সব জায়গায় আছে । সাধারনত আপনের হল এই যে রোগী গুলো আপনের একটু অসুস্থ যেগুলা সেগুলা সরকারী প্রতিষ্ঠানে বেশী যায় ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আর যেগুলা পল্লী চিকিৎসক বা ফার্মেসি গুলাতে আছে ঐখানে কারা যায়?

উওরদাতা: ঐগুলাতো যেকোনো আপনের এলাকার যে গ্রামের যে সকল ধরনের রোগী তারা প্রথম অবস্থায় ঐ জায়গায় বা ; ঐ জায়গায় যায় বা আমাদের এই জায়গায় আসে । আমাদের এই জায়গায় আসে একটু নিম্নমানের যেগুলা হেরা নিয়মিত আসে ।এজায়গা থেকে না পেলে তারা আবার অন্য জায়গায় যায়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। তার মানে প্রথমে হচ্ছে কোন জায়গায় যায়?

উওরদাতা: তারা প্রথমে মনে করেন যে পল্লী চিকিৎসকের কাছে । আমাদের উপজেলা হিসাবে যদি আমরা বলি মিরজাপুর । তাহলে মিরজাপুর কুমুদিনি মেডিকেল কলেজ আছে ঐখানে রোগী সবচেয়ে বেশী যায় ।

প্রশ্নকর্তা: কেন এটায় এত বেশী যায়?

উওরদাতা: এখানে হল আপনের এক সেটা হল সর্বমূল্যে ভালো চিকিৎসা পাওয়অ যায় বা ঐখানের ডাক্তার সবসময় তাদের সেবা দেয় ।ঠিক আছে ? এটা হল অনেক বড় একটা প্রতিষ্ঠান । দাতব্য প্রতিষ্ঠান এজন্য এজায়গায় মানুষ বেশী যায় ।

প্রশ্নকর্তা: মিরজাপুরের ক্ষেত্রে ঐখানে বেশী যায় , না? এরপর এর পরবর্তীতে যদি আমরা বলি যে মিরজাপুরে কুমুদিনির পরে কোনটায় যায়?

উওরদাতা: কুমুদিনির পরে আপনের উপজেলা সাস্থ কমপ্লেক্স । এ জায়গায় যায় ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । মেয়াদ উতির্ণ ঔষুধ গুলা বিশেষ করে এন্টিবায়োটিক যেগুলা ঐগুলা আপনারা কি করেন ?

উওরদাতা: আমাদের এই জায়গায় সচারচর আমি ছয় বছর ধরে সার্ভিস দিতেছি এখন পর্যন্ মানে মেয়াদ উতির্ন হয় নাই এখন এরকম যে আমাদের নির্দেশ আছে যে কোনো ঔষুধ যদি ব্যবহার না হয় তাহলে ঐটা কম পক্ষেত্রে ছয় মাস আগে অফিসে ঐটা লিখিতো আকারে জানাইতে হবে । ঐটা লিখিতো আকারে জানাইলে পরে যে আমাদের ইয়ে আছে স্যার আছে তারা হয়তো ঐটা অন্য কোনো জায়গায় যেখানে ইমার্জেনসি ঔষুধের প্রয়োজন হয় ঐখানে এইটা ইয়ে করে দেয় ট্রার্নসফার কইরে দেয় । ডিমান্ড বেশী সে জায়গায় ট্রান্সফার করে দেয় ।

প্রশ্নকর্তা: তো ঐখানে ট্রান্সফার করার কারনটা কি? মানে ঐখানে কেন দেয়?

উওরদাতা: ঐখানে দেয় কারন এই ঔষুধটা হয়তো এই জায়গায় ব্যবহার হবে না , ব্যবহার না হলে এটা আপনের মেয়াদ উতির্ণ হয়ে যাবে ।

প্রশ্নকর্তা: মানে আপনাদের এখানে কি গবাদি পশুর জন্য কোনো ধরনের এন্টিবায়োটিক বা এধরনের কিছু দেওয়া হয়?

উওরদাতা: না দাওয়া হয় না । শুধু মানুষের।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । আমার আর কয়েকটা বিষয় জানার ছিল , সেটা হচ্ছে যে মানে এন্টিবায়োটিক যে ঔষুধ গুলা এগুলা আপনার কিভাবে পান মানে কোথা থেকে আসে এটা ? যদি একটু চেনেল টা বলেন কোন জায়গা থেকে কিভাবে আসে এখানে ?

উওরদাতা :এন্টিবায়োটিক বলতে আমাদের টোটাল ঔষুধটা আপনের একত্রে এক বক্সের মধ্যেই আসে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । কয়টা ঔষুধ এখানে ?

উওরদাতা: এখানে আপনের লাস্টের যেটা সেটা সাতাইশ আইটেম ।

প্রশ্নকর্তা: সাতাইশ আইটেম আচ্ছা ।

উওরদাতা: আগে একত্রিশ ছিল এখন একটু কমছে ।

প্রশ্নকর্তা: কোন জায়গা থেকে এটা আসে?

উওরদাতা: এটা আমরা সাপ্লাই গ্রহন করি উপজেলা সাস্থ কমপ্লেক্স থেকে।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । তো ঐ খানে আসে কোন জায়গা থেকে ?

উওরদাতা: ঐ জায়গা থেইকা এই জায়গায় আসে আপনের হইলো মহাখালি আপনের যে ইয়েটা আছে , এই এসেনশিয়াল ড্রাগের যে ইয়েটা আছে গোডাউনটা আছে আমরা যেটা শুনি আর কি । এখন আপনের ওয়াডারটা কোন জায়গা থেকে হয় এটা আমরা জানি না । কিন্তু শুনছিলাম ঐ জায়গা থেইকা এসেনসিশাল ড্রাগের ঐখান থেকে সরাসরি আপনের উপজেলায় আসে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । ঐখোনে আসে । আসার পরে ঐখান থেকে আপনারা কেমনে পান?

উওরদাতা: ঐ জায়গা থেকে আমাদের যে ফার্ম আছে ওরা ঐ জায়গা মোতাবেক ঔষুধগুলা এই নিয়ে আসে আমাদের ক্লিনিকে ।

প্রশ্নকর্তা: নিজেকে যেতে হয় না উনারা পৌছায় দেয়?

উওরদাতা: না আমাদের যেতে হয় ।

প্রশ্নকর্তা: যেতে হয়, আচ্ছা্ । তো চাহিদা ফর্মের মধ্যে আপনারা কি কম বেশী হয় ঔষুধ নাকি সেম প্রতি মাসে ?

উওরদাতা: সবার জন্য চাহিদা পত্র আছে কিন্তু সবার জন্য একই ঔষুধ দাওয়া হয় । সব জায়গার জন্য একই ঔষুধ দাওয়া হয় । এক সমান ঔষুধ ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । তো আপনি যে আমাকে ঔষুধ গুলো বললেন তাহলে আমি জাস্ট একটু নাম গুলা একটু লেখে নেই আর সাথে হচ্ছে যে এটা কোনটা কোন জেনারেশনের মানে প্রথম এন্টিবায়োটিক কি বললেন কি আছে?

উওরদাতা: এমক্সাসিলিন ।

প্রশ্নকর্তা: এমক্সাসিলিন । হ্যা । এটা কোন জেনারেশন ? এক নম্বর হচ্ছে এমক্সাসিলিন , হ্যা। এটা কোন জেনারেশন বলতেছেন ?

উওরদাতা: এমক্সামিলিন হল আপনের ফাস্ট ।

প্রশ্নকর্তা: ফাস্ট জেনারেশন । আচ্ছা । তারপর সেকেন্ড কোনটা আছে আপনার ?

উওরদাতা: সেকেন্ড বলতে আমার যেটা এই পেনিসিলিন হল ফাস্ট এন্টিবায়োটিক এটাও ।

প্রশ্নকর্তা: এরপর দুই নাম্বার হচ্ছে কোনটা ?

উওরদাতা: পেনিসিলিন ।

প্রশ্নকর্তা: পেনিসিলিন , এটা কোন জেনারেশন ?

উওরদাতা: এটা ফাস্ট জেনারেশন ।

প্রশ্নকর্তা: এরপর থার্ড ওয়ান কোনটা আছে? তৃতীয়?

উওরদাতা: তৃতীয় আপনের আছে হল কি কোট্রামক্সাসল ।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা । এটা কোন জেনারেশন এটা?

উওরদাতা: এটাও আমার জানা মতে ফাস্ট ।

প্রশ্নকর্তা: ফাস্ট জেনারেশন ।

(৪৫ মিনিট ০৮ সেকেন্ড)

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: এরপরে আর কিছু আছে ?

উওরদাতা :এন্টিবায়োটিক এখন আমাদের এই ।

প্রশ্নকর্তা: আর একটা সিরাপ ফর্মে বা ইয়া ফর্মে যেটা বললেন ?

উওরদাতা: এমক্সাসিলিনের সিরাপ ।

Free listing:

Category: Human Antibiotics

List of Antibiotics (Drug Shop)						**Group of Antibiotics (Most commonly prescribed)**			
Sl. No.	**Name of Antibiotics**	**Generation**				**Sl. No.**	**Name of Antibiotics with Groups**	**Diseases/Treatment**	**Remarks**
		1	**2**	**3**					
1.	Amoxicillin	√				1.	Amoxicillin	Cold , Cough, Throat infection	
2.	Penicillin	√				2.	Co-trimoxazole	Fever, Infection, Cold	
3.	Co-trimoxazole	√				3.	Penicillin	Throat problem	
4.	Amoxicillin Syrup	√				4.	Amoxicillin Syrup	Cold , Cough, Throat infection	

প্রশ্নকর্তা: কোট্রামক্সাসল এটাও ফাস্ট জেনারেশন বলতেছেন। ফাস্ট আচ্ছা । তাহলে এই ছিল আমার আলোচনা মোটামুটি শেষ হয়ে আসছে আমার আর কয়েকটা জাস্ট আপনার বিষয়ে সাধারন কয়েকটা প্রশ্ন ছিল । যেমন সেটা হচ্ছে যে আপনার এখানে তো শুধু মাত্র তো কি ধরনের ঔষুধ দাওয়া হয় যে মানুষের নাকি গবাদি পশু সহ সুযোগ আছে ?

উওরদাতা: না আমাদের এই জায়গায় শুধু মানুষের চিকিৎসা ।

প্রশ্নকর্তা: শুধু মানুষের আচ্ছা আচ্ছা । আপনি কতদিন ধরে এই পেশায় আছেন ?

উওরদাতা: আমি ছয় বছর চলতেছে ।

প্রশ্নকর্তা: ছয় বছর চলতেছে । আচ্ছা এন্টিবায়োটিক দেওয়ার জন্য আপনি কোনো ট্রেনিং নিছিলেন কোন জায়গা থেকে ?

উওরদাতা: আমাদের উপজেলা সাস্থ কম্পেক্সে তিন মাসের বেসিক ট্রেনিং হইছে । এটা আমাদের মূল ভিত্তি । এরপরে এক দিন দুই দিনের বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং হইছে অনেক সময় । ইস্পেশালি কোন এন্টিবায়োটিকের উপরে আলাদা কোনো টেনিং হয় নাই ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আপনি কি মানে ঔষুধ বিষয়ক কোন ধরনের পরীক্ষায় অংশ গ্রহন করছিলেন কোন সময়? ঔষুধ মেডিসিন বিষয়ে?

উওরদাতা: না। না।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। আপনার পড়াশুনা কতটুকু? শিক্ষাগত যোগ্যতা ?

উওরদাতা: বি. এ.

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা তাহলে এই ছিলো আমার মোটামুটি আলোচনা তো অসংখ্য ধন্যবাদ আমাকে অনেক সময় দিলেন , আমি আপনার সুসাস্থ কামনা করি আপনি ভালো থাকেন এবং আশা করি যে পরবর্তীতে কোনো সময় যদি আবার আসি তো দেখা হবে ভালো থাকবেন।

উওরদাতা : আপনাকেও অনেক ধন্যবাদ । কষ্ট করে আসছেন এ জায়গায় । ঠিক আছে, আপনি ও ভালো থাকবেন সুসাস্থ কামনা করি।

প্রশ্নকর্তা: ধন্যবাদ। আসসালামুআলাইকুম ।

উওরদাতা: ওয়ালাইকুম আসসালাম ।

(৪৭ মিনিট ১৪ সেকেন্ড)